দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB 10 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৫ .....

বেসরকারী কলেজের প্রদর্শকগণের আবেদন

বাংলাদেশের ৭/৮ শত বেসরকারী কলেজের প্রদর্শকগণ বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার। বেসরকারী কলেজে বিভিন্ন বিভাগে– যেমন কৃষি, পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন ও পরিসংখ্যানসহ অন্যান্য বিভাগে একজন করিয়া প্রদর্শক নিয়োজিত রহিয়াছেন। এই হিসাবে সারা দেশের বেসরকারী কলেজগুলিতে কর্মরত প্রদর্শকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বেসরকারী কলেজের বিধান মোতাবেক প্রদর্শকদেরকে শিক্ষক হিসাবে গণ্য করা হইলেও তুলনামূলকভাবে তাহাদের বেতনস্কেল কম এবং ৮ বৎসরের পূর্বে তাহাদেরকে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয় না। তাহা ছাড়া তাহাদের জন্য কখনও কোন প্রকার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয় নাই। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের সাংবৎসর ব্যবহারিক ক্লাস করিতে সহায়তা করেন এই প্রদর্শকরা। অথচ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষকদের ২ বৎসর চাকুরীর পরেই উচ্চতর স্কেল, প্রশিক্ষণ ও পরবর্তীকালে আরও উচ্চ স্কেলসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইলেও প্রদর্শকদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাহাছাড়া চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা দেখার মাধ্যমে বেতনের অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ প্রভাষকগণ পাইয়া থাকেন। প্রদর্শকদের এইরূপ কোন সুযোগও নাই। ফলে প্রদর্শকরা একদিকে যেমন অল্প রোজগারে সংসার চালাইতে হিমশিম খান তেমনি অন্যদিকে সর্বক্ষণ চাকুরী ক্ষেত্রে বঞ্চনার অনুভূতিতে পীড়িত থাকেন। প্রদর্শকদের এই সকল সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ২ বৎসর পর উচ্চতর স্কেল প্রদান, চূড়ান্ত পরীক্ষার পর স্ব-স্ব কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ পরিদর্শক পদে নিয়োগদান এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ আমজাদ হোসেন,
প্রদর্শক, কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ,
রাজিবপুর ডিগ্রী কলেজ,
কুড়িগ্রাম।